প্রকল্প

বাঙালি নারীর আত্মকথার বিবর্তন : উনিশ শতক থেকে বিশ শতক

(নির্বাচিত আত্মকথা অবলম্বনে)

[BANGALI NARIR ATMOKOTHAR BIBORTON : UNISH SHOTOK THEKE BISH SHOTOK (NIRBACHITO ATMOKOTHA OBOLOMBONE)]

গবেষক :ইরানি মণ্ডল

Registration Number : R – 18RS02220126

Registration Date : 13th February 2019

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক : ড. স্বরূপাবন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

PRESIDENCY UNIVERSITY
KOLKATA

প্রেসিডেন্সিবিশ্ববিদ্যালয়

২০১৮

প্রকল্পের সারাংশ

রাসসুন্দরী দাসী(১৮১০-৯০)-র 'আমার জীবন'(১৮৭৬) গ্রন্থটি বাঙালি নারীর আত্মকথার প্রথম মুদ্রিত রূপ । অন্তঃপুরবাসিনী রাসসুন্দরী দাসী গভীর ভগবত ভক্তি থেকে পুঁথি পড়তে চাইছেন, এই ইচ্ছাশক্তি থেকেই তাঁর অক্ষর পরিচয়ের সূত্রপাত । নিজের ধুলো-খেলার জীবন থেকে গৃহকর্ত্রী হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত লেখা হল 'আমার জীবন'-এর পাতায় পাতায় । সেই সঙ্গে উনিশ শতকের নারীর অন্তর্বেদনার লিপিও প্রকাশিত হল তাঁর লেখায় । উনিশ শতকে 'পিঞ্জরে বন্দী পাখি'-র লেখা আত্মকথাটি বাংলা সাহিত্যে নারীর আত্মজীবনীর ধারায় প্রথম গ্রন্থ হয়ে থাকল ।

এরপর বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে 'আমার কথা'(১৯১২) গ্রন্থে অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী(১৮১৯-১৯১৬) সমাজের বিরুদ্ধে অনেক প্রশ্ন তুলেছিলেন । তাঁর জীবন-সংগ্রাম এতটাই রূঢ় ছিল যে, তাঁর জীবন কথায় প্রতিবাদী স্বর উচ্চকিত হল । রাসসুন্দরী দাসীর বেদনা, জীবন জিজ্ঞাসা যখন এক গৃহবধূর গভীর জীবনবোধ-জাত জিজ্ঞাসা হয়ে থাকে, তার পাশাপাশি বিনোদিনী দাসী তাঁর নটীর জীবনে যে আগুন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর স্মৃতিকথায় তা প্রকাশ পেল অপকট ভাবে – '... অনেকেই[বারাঙ্গনা] পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করে । সে সকল পুরুষ কাহার ? যাঁহারা সমাজ মধ্যে পূজিত আদৃত তাঁহাদের কেহ কেহ নন্ কি ?'(১)

কেশবচন্দ্র সেনের জননী সারদাসুন্দরী দেবী(১৮১৯-১৯১৬)-ও তাঁর জীবন কথায় সমাজে নারীর বঞ্চনার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছিলেন । পারিবারিক-বৃত্তেই যেভাবে আর্থিক বঞ্চনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল সেসব কথা তাঁর লেখায় বারংবার উঠে এসেছে । 'ভয়ে ভয়ে ভাবিতাম, যদি ইঁহারা আমাকে শুদ্ধ তাড়াইয়া দেন, তবে আমি কোথায় যাইব ?'(২) একই সালে(১৯১৩) প্রকাশিত হয়েছিল নিস্তারিণী দেবী(১৮৩৩-১৯১৬)-র 'সেকেলে কথা' । উনিশ শতক পেরিয়ে এসেও বাঙালি নারী লাঞ্ছিত হয়েছে তার কুলীন স্বামীর প্রথাবদ্ধ জীবন-যাপনের ধারায় । অনেক দর কষাকষির পর নিস্তারিণী দেবীর বিবাহ হয়েছিল তিরিশ/চল্লিশটি বিবাহ করা এক 'স্বকৃতভঙ্গ কুলীন'-এর সঙ্গে । তাঁর স্বামী শ্বশুরবাড়িতে রাত্রিবাসের দক্ষিণা নিতেন । এসব কিছুর মধ্যেই নিস্তারিণী দেবীর অকালবৈধব্য আসে, শুরু হয় লাঞ্ছনা গঞ্জনার জীবন –'... মরে মরে রাঁধি আর কাঁদি ।'(৩) এক বেদনাতুর জীবনকথা লিপিবদ্ধ হল নিস্তারিণীর দেবীর 'সেকেল কথা'য় । বিংশ শতাব্দীর

এই সময়বৃত্তেই প্রসন্নময়ী দেবী(১৮৫৭-১৯৩৯)-র 'পূর্ব্বকথা' লিখিত হয়েছিল । তাঁর জীবন দারিদ্রকিষ্ট নয়, তাঁর পিতৃদেব ছিলেন উদার, ধনী ও ব্রাহ্ম । ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করেই সেকালের সংস্কৃতি, সাহিত্যচর্চা, স্ত্রীশিক্ষা – এসবের আলোচনা করেছেন প্রসন্নময়ী দেবী । লক্ষ করা যাচ্ছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পৌঁছেই বাঙালিনীর আত্মকথার কত বিচিত্র স্বর এই জীবনী গ্রন্থগুলির সূত্রে প্রকাশিত হচ্ছে ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই লেখা হয়েছে সরলাদেবী চৌধুরাণী(১৮৭২-১৯৪৫)-র 'জীবনের ঝরাপাতা'(১৯৪৪) ও বীণা দাস(১৯১১-৮৬)-এর 'শৃঙ্খল ঝংকার'(১৯৪৭) । দুজনের জীবন কথাতেই স্বদেশপ্রীতি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে । 'জীবনের ঝরাপাতা' থেকে জানা যায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নানান বৃত্তান্ত আর তার সঙ্গেই সেদিনের নগর কলকাতায় সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান জোড়াসাঁকোকে কেন্দ্র করে বাঙালির সংস্কৃতি জীবনের নানা তথ্য । তবে সরলা দেবীর আত্মকথার উজ্জ্বলতম দিক হল তাঁর জাতীয়তাবোধ, তাঁর স্বদেশপ্রেম । 'স্বাধীনতার স্বপ্নে ভরপূর আমার দৃষ্টি পরাধীনতার সহস্রফণা সর্পের প্রতি পড়ল ।'[৪] এই স্বদেশপ্রেম তাঁকে গৃহকোণ থেকে টেনে এনেছিল বহির্জগতের নানা কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে । তাই 'ব্যায়াম ক্লাব' নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা নেন সরলাদেবী চৌধুরাণী । উল্লেখ্যযোগ্য বৃত্তান্ত এই যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বাঙালি নারীকে স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে দেখা গেল, সাংসারিক জীবনের প্রাত্যহিকতা থেকে বেরিয়ে এসে নারী তাঁর জীবনকে সার্থক করছে স্বদেশব্রত পালনের মধ্যে । সরলাদেবী চৌধুরাণীর কণ্ঠস্বরে নারীর স্বাধীন জীবন-যাপনের অধিকার নানাভাবে ধ্বনিত হয়েছে । নারী হয়েও একা দক্ষিণ ভারতে চাকরি করতে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, - 'দাদাদের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষায় সমান সুযোগ লাভ করে নরনারীর স্বায়ত্ত জীবিকা অর্জনের সমান দাবী প্রতিপন্ন করাই আমার চাকরী করতে আসার মূল প্রেরণা ছিল না –চেতনার তলায় তলায় সেটা থাকলেও উপর উপর অতি প্রবলভাবে সখই তার প্রধান উপাদান ।'[৫] বীণা দাস ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দেশপ্রেমের শিক্ষাগুরু বেণীমাধব দাসের কন্যা । তাঁর 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার' গ্রন্থ থেকে জানা তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নানা তথ্য । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে বীণা দাসের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল । তাঁর আত্মকথা থেকে জানা যায় বাংলাদেশের গুপ্তসমিতির রহস্যময় কার্যকলাপের পরিচয় । তার সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৌঁছেই নারীর আত্মকথায় অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়ায়ের প্রসঙ্গটি । সেদিনের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্বেল তরঙ্গে নিজেকে যুক্ত করছে নারী, তাই বীণা দাসের 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার'-এর মতো লেখা হল । 'একদিন যে

ঝড়ের উদ্দাম হাওয়াগৃহের শান্ত সুখনীড় থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে দুঃসাহসী যাত্রাপথের মাঝখানে টেনে নিয়ে ফেলেছিল, সেই দুর্দম ঝড়ই তো ক্রমে ক্রমে বিরাট হয়ে, প্রবল হয়ে সারাদেশেরই যা-কিছু জীর্ণ, যা-কিছু স্থবির, যা-কিছু আবর্জনাময়, নিঃশেষ উড়িয়ে দিয়ে সারা দেশটাকে মুক্তির উপকূলে এনে দিল । আমার এই যাত্রাপথের কাহিনীর প্রতি ছত্রে, প্রতি ছত্রের অন্তরালে থাকবে সেই প্রবল ঝড়েরই প্রতিধ্বনি ।'[৬]

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হয়েছিল শান্তা দেবী(১৮৯৩-১৯৮৪)-র, 'পূর্বস্মৃতি'(১৯৭০) । 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কন্যা শান্তা দেবীর গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন । তাঁর জীবনকথা থেকে জানা যাচ্ছে সমকালীন ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন কার্যকলাপ, শান্তিনিকেতনের জীবনকে ঘিরে সংস্কৃতিচর্চার নানা খবর । তিনি বাঁকুড়ার জনজীবন এবং সে জীবন প্রবাহে নারীর অবস্থান, তাদের জীবনধারণ - গভীর আন্তরিকতায় তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায় । শান্তা দেবী প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উঠে আসে তাঁর রবীন্দ্র অনুরাগের কথা । রবীন্দ্র অনুরাগ, শান্তিনিকেতনের জীবন ও শিল্প, সংস্কৃতি চর্চার এক বিশেষ ধারা নির্মাণ করেছেন শান্তা দেবী । একই অনুভূতির পথিক বিখ্যাত রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পী সাহানা দেবীও(১৮৯৭-১৯৯০) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে লিখেছিলেন তাঁর 'স্মৃতির খেয়া'(১৯৭৮) জীবনকথাটি । বিংশ শতাব্দীর এই দশকে দাঁড়িয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনকে ঘিরে সংস্কৃতি চর্চার বিশেষ এক ধারা নির্মিত হচ্ছে, তারপাশেই থাকছে শহুরে সংস্কৃতিতে লালিত রূপোলি জগতের হাতছানি । চলচ্চিত্র জগতের প্রথম দিকের অভিনেত্রী কানন দেবী(১৯১৬-৯২)-র লেখা 'সবারে আমি নমি'(১৯৭৩) প্রকাশিত হয় । তাতে বাংলা চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ, নির্বাক থেকে সবাক যুগে উত্তরণের ইতিহাস লেখা আছে । শুধু ঘরে নয়, ঘরের বাইরেও নারীকে শতবার বঞ্চিত হতে হয় । তাই মুক্তির পথ হিসাবে নারীকে খুঁজে নিতে হয় বিকল্প কোনও পথ, এসব কথা কাননের জীবনের প্রত্যক্ষ সত্য । '... গানের মধ্যে নিজেকে যেন নতুন করে খুঁজে পেয়েছিলেম ।' 'চারপাশের বাস্তব কঠিন ধূলিধূসর জগতের গ্লানি থেকে এক দিগন্তহীন আনন্দলোকে মুক্তি...ছোটোখাটো অনেক দুঃখকে তুচ্ছ করবার প্রেরণা জোগাত ।'[৭]

এসব দেখতে দেখতেই বাঙালি নারীর আত্মকথা ধারাটি এসে পৌঁছায় তসলিমা নাসরিন(১৯৬২)-এর আত্মকথা 'আমার মেয়েবেলা'(১৯৯৯)-য় । বাঙালিনী তাঁর জীবন-যাপনের বেদনাবিধুর কাহিনীই শুধু বলছে না, সে এখন প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে নিজের অধিকার । নারী চিহ্নিত করে ফেলেছে তার জীবন সংগ্রামের বিরুদ্ধ পক্ষ । ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে যে পুরুষ

তার প্রতি নারীর কোমল প্রেমানুভূতি, পরিবার ও সংসারজীবনের স্থিতির আকর্ষণ এসব কিছুই যে ফুরিয়ে আসছে তার সাড়া পাওয়া গেল তসলিমার কণ্ঠস্বরে । অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারী এখন একাগ্র । জগতসংসারে নারীর সবার মন রেখে রেখে চলার জীবন উপেক্ষা করছেন তসলিমা । '... আমার বুকের ভিতর বহুকাল থেকে জমা আর্তনাদ আছে, আর কোনও বাজনার দরকার নেই আমার । ভিতর থেকে হলকা বেরোচ্ছে আগুনের, এ আগুন আমাকে আর পোড়াচ্ছে না, মন পুড়ে সেই কবেই ছাই হয়ে গেছে, শরীরে আর কোনও বাকি ত্বক নেই, আমার না পোড়া – এ আগুন আমার পোড়া ত্বক থেকে ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছে ।'[(৮)] একদা রাসসুন্দরী দাসীর জীবনকথা যে গুমরে বাঁচার যাপন চিত্র বাংলা ভাষায় তুলে ধরেছিল সেই বাঁচা সহস্র ফণা নিয়ে জেগে উঠল 'আমার মেয়েবেলা'-য় ।

দশক থেকে দশকে এবং শেষ পর্যন্ত একটি শতকের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে বাঙালি নারীর আত্মকথা যে বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলে, তারই নিরীক্ষা, পর্যালোচনা ও তাৎপর্য অনুধাবন এই গবেষণাকর্মের লক্ষ ।

তথ্যসূত্র :-

১। বিনোদিনী দাসী, "আমার কথা", অহনা বিশ্বাস ও প্রসূন ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত, 'অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দি', ২য় মুদ্রণ, কলকাতা, গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৩, ২ খণ্ড, পৃ ৫২১

২। সারদাসুন্দরী দেবী, "কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা", অহনা বিশ্বাস ও প্রসূন ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত, 'অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দি, ২য় মুদ্রণ, কলকাতা, গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৩, ২ খণ্ড, পৃ ৪৬

৩। নিস্তারিণী দেবী, "সেকেলে কথা", অহনা বিশ্বাস ও প্রসূন ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত, 'অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দি, ২য় মুদ্রণ, কলকাতা, গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৩, ২ খণ্ড পৃ ১৬০

৪। সরলাদেবী চৌধুরাণী, জীবনের ঝরাপাতা, ৪র্থ দে'জ সং, কলকাতা, দে'জ পাবিলিশিং এপ্রিল ২০১৬, পৃ ১৪৪

৫। তদেব, পৃ ১১৮

৬। বীণা দাস, শৃঙ্খল ঝঙ্কার, ১ম র‍্যাডিক্যাল সং, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ ১৩

৭। কানন দেবী, সবারে আমি নমি, ৫ম সং, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., অক্টোবর ২০১২, পৃ ২০

৮। তসলিমা নাসরিন, আমার মেয়েবেলা, ৫ম সং ২৩তম মুদ্রণ, কলকাতা, পিপলস্ বুক সোসাইটি, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ২২৯

প্রকল্পের প্রস্তাবিত শিরোনাম : প্রাসঙ্গিক কথা

'বিবর্তন' কথার অর্থ খুঁজতে গিয়ে একাধিক শব্দ সামনে আসছে । যেমন 'রূপান্তর পরিগ্রহ' (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ), 'রূপান্তর অভিব্যক্তি' (আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান), 'ক্রম পরিবর্তন' (সংসদ বাংলা অভিধান), 'পরিবর্ত্তন' (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান) । এই গবেষণা পত্রের শিরোনামেও বিবর্তন শব্দটি রাখা হয়েছে । বিবর্তন শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুসরণ করে বুঝতে চাওয়া হচ্ছে সময়-সমাজ-পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে নারীর আপনকথা পর্ব থেকে পর্বান্তেরর পরিক্রমায় কোন বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করছে । উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে নারীর আত্মকথার এই রূপান্তর পরিগ্রহ-ই 'বিবর্তন' শব্দটির প্রয়োগে ধরতে চাওয়া হয়েছে ।

গবেষণা পদ্ধতি :-

এই প্রকল্পে মূলত দু'টি পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে । বর্ণনামূলক পদ্ধতি(Method of Descriptive) এবং ব্যাখ্যানমূলক পদ্ধতি(Method of Explanatory)। তথ্য গৃহীত হবে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে । এছাড়া আলোচনাকে সুপরিকল্পিত রূপ দিতে বাঙালি নারীর আত্মকথার সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যে সমসময়ে লিখিত নারীর আত্মকথাগুলির একটা তুলনামূলক আলোচনাও ব্যবহার করা হবে । প্রয়োজন মতো সাহায্য নেওয়া হবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট প্রভৃতির ।

প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত বাঙালি নারীর আত্মকথা সমূহ :

রাসসুন্দরী দাসী – আমার জীবন (১৮৭৬)

বিনোদিনী দাসী – আমার কথা (১৯১২)

সারদাসুন্দরী দেবী – কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা (১৯১৩)

নিস্তারিণী দেবী – সেকেলে কথা (১৯১৩)

প্রসন্নময়ী দেবী – পূর্ব্বকথা (১৯১৭)

অমিয়বালা দেবী – অমিয়বালার ডায়েরি (১৯২০)

সুদক্ষিণা সেন – জীবনস্মৃতি (১৯৩২)

সরলাদেবী চৌধুরাণী – জীবনের ঝরাপাতা (১৯৪৪)

বীণা দাস – শৃঙ্খল ঝঙ্কার (১৯৪৭)

কৈলাসবাসিনী দেবী – জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী (১৯৫২)

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী – পুরাতনী (১৯৫৬)

শান্তা দেবী – পূর্বস্মৃতি (১৯৭০)

কানন দেবী – সবারে আমি নমি (১৯৭৩)

সাহানা দেবী – স্মৃতির খেয়া (১৯৭৮)

শোভা ঘোষ – আজও তারা পিছু ডাকে (১৯৮১)

মণিকুন্তলা সেন – সেদিনের কথা (১৯৮২)

তসলিমা নাসরিন – আমার মেয়েবেলা (১৯৯৯)

প্রয়োজনে এই তালিকা পরিবর্তিত হতে পারে ।

সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন

- আত্মজীবনীর সংজ্ঞা ও উনিশ শতকের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান
- উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে রাসসুন্দরী দাসীর ‘আমার জীবন’
- বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের নির্বাচিত আত্মজীবনী (লেখিকাগণ : বিনোদিনী দাসী, সারদাসুন্দরী দেবী, নিস্তারিণী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, অমিয়বালা দেবী ও সুদক্ষিণা দেবী)
- আত্মজীবনীর ধারায় বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক (নির্বাচিত লেখিকাগণ : সরলাদেবী চৌধুরাণী, বীণা দাস, কৈলাসবাসিনী দেবী ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী)
- বিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকের নির্বাচিত আত্মজীবনী (লেখিকাগণ : শান্তা দেবী, কানন দেবী, সাহানা দেবী, শোভা ঘোষ ও মণিকুন্তলা সেন)

- আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশ শতকের শেষ দশক ও তসলিমা নাসরিনের ‘আমার মেয়েবেলা’
- উপসংহার

প্রথম অধ্যায় – আত্মজীবনীর সংজ্ঞা ও উনিশ শতকের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান

লেখকেরজীবনযেভাবে নানা বর্ণে ও রসে ফলবান হয়ে ওঠে আত্মোপলদ্ধিপূর্ণ সেই জীবনধারার বিবর্তন হল আত্মজীবনী ।

প্রথাজীর্ণ, অবসাদগ্রস্ত, বহুপ্রকার বিধিনিষেধ ও সংস্কারে আচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজ ছিল একটি অচলায়তন । ইংরেজদের আগমন ও আধুনিক সমাজ ইতিহাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের জেগে ওঠা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এদের প্রতিটি সংস্কার-আন্দোলনের পেছনে ছিল নারীত্বের অবমাননা ও নারীর বন্ধন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা । যার প্রকাশ সতীদাহ প্রথা নিবারণে, বিধবাবিবাহ আইনে, কৌলিন্যপ্রথা বিরুদ্ধ আন্দোলনে ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারণে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় – উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে রাসসুন্দরী দাসীর ‘আমার জীবন’

উনিশ শতকের যুগান্তরকারী নানা ঘটনার উল্লেখ রাসসুন্দরীর লেখায় না থাকলেও এটি বাংলা সাহিত্যের বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ । নিজের জীবনকে কেন্দ্র করেও যে সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে, বাংলার সমাজে প্রায় ধারণাহীন সময়ে তিনি সামান্য পুঁথিপড়া বিদ্যা নিয়ে নিজের আত্মজীবনী লিখেছিলেন । রাসসুন্দরীর জীবনে এমন মূল্যবান কোনও ঘটনা ঘটেনি যা পাঠককে চমকিত করবে, তবুও প্রাণের একান্ত বাসনায় অল্পশিক্ষিত গ্রাম্যবধূ কতকষ্টে লোকচক্ষু এড়িয়ে একদিন লিখতে পড়তে শিখলেন – এবং এমন সহজ সরলভাবে তাঁর জীবন ব্যাখ্যা করলেন তাতে পাঠকমন মুগ্ধ হল ।

তৃতীয় অধ্যায় – বিশ শতকের প্রথম দশকের নির্বাচিত আত্মজীবনী (লেখিকাগণ বিনোদিনী দাসী, সারদাসুন্দরী দেবী, নিস্তারিণী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, অমিয়বালা ও সুদক্ষিণা সেন)

উনিশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত উচ্চকিত পরিবারের মহিলারা যখন সদ্য অন্দর ঠেলে বাইরের সংকুচিত পরিসরে বিচরণ করতে শুরু করছেন তখন নটী বিনোদিনী দাসী পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে অভিনয় করছেন, শহরের প্রতিনিধি পুরুষদের সঙ্গে মিশছেন ও তাদের জীবনযাত্রা জানছেন । অন্ধকার জীবনের অংশীদার ও সমাজচ্যুত বিনোদিনী বলতে পারেন – একজন নারী সমাজচ্যুত হয়ে জন্মায় না, সমাজপতি পুরুষরাই তাদের নির্দিষ্ট গণ্ডি থেকে চ্যুত করে । একটি ধনী পরিবারে স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি বড়ো করার সমস্যা, বিবাহ, বিষয়ভাগ, সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন সজীব চিত্র উঠে এসেছে সারদাসুন্দরী দেবীর লেখায় । গ্রামের দরিদ্র কুলীন মেয়েদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থার প্রকৃত দলিল নিস্তারিণী দেবীর ‘সেকেলে কথা’ । শিক্ষিত ধনী পরিবারের প্রথম কন্যা সন্তান প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন সবার খুব আদরের । তাঁর লেখায় এসেছে সেসময় সংসারে মেয়েদের ভূমিকা, আচার আচরণ, কর্তব্য ইত্যাদির কথা । আত্মমর্যাদাপূর্ণ অভিমানিনী নারীর স্বামীর অমানবিক আচরণে ক্রমাগত আত্মক্ষয়ের চিত্র প্রকাশিত ‘অমিয়বালার ডায়েরি’-তে । সুদক্ষিণা সেনের লেখাতে ফুটে উঠেছে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষত ব্রাহ্ম মহিলা সমাজের সদর্থকতার ছবি ও উনিশ শতকের নারীশিক্ষার গোটা পরিবেশ ।

চতুর্থ অধ্যায় – আত্মজীবনীর ধারায় বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক (নির্বাচিত লেখিকাগণ সরলাদেবী চৌধুরাণী,বীণা দাস, কৈলাসবাসিনী দেবী ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী)

সরলা দেবীর ‘জীবনের ঝরাপাতা’ ও বীণা দাসের ‘শৃঙ্খল ঝঙ্কার’ গ্রন্থ দুটিতে সেই সময়ের রাজনৈতিক বাতাবরণ অনেকটাই বিবৃত হয়েছে । সামাজিক ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ নিহিত আছে তাঁদের আত্মকথায় । সরলাদেবীর লেখাতে অভিজাত পরিবারের কায়দাকানুন, মেয়েদের শিক্ষা, বাঙালি সংস্কৃতি ও সাহেব সংস্কৃতির ভেদবিভেদের কথা উঠে এসেছে আর বীণা দাসের লেখায় প্রবলভাবে এসেছে ভারতবর্ষের পালাবদলের সুদীর্ঘ ইতিহাসে চরমপন্থী মতবাদীদের অবদানের কথা । যুগের তুলনায় বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী কৈলাসবাসিনী দেবী স্বামীর কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন । আত্মসচেতন এই লেখিকা তাঁর দাম্পত্য জীবনের সুখ ও দুঃখের ছবি খুব সহজ ও জীবন্তভাবে ফুটিয়েছেন নিজের লেখায় । কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকো

ঠাকুরবাড়ির বধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছা ও উৎসাহে হয়ে উঠেছিলেন বিশ শতকের একজন সমাজসংস্কারক । যিনি বাংলার নারীদের ক্ষমতা ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দানের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন ।

পঞ্চম অধ্যায় – বিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকের নির্বাচিত আত্মজীবনী (লেখিকাগণ শান্তা দেবী, কানন দেবী, সাহানা দেবী, শোভা ঘোষ ও মণিকুন্তলা সেন)

প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও কালিদাস নাগের পত্নী শান্তা দেবী যে মুক্ত দৃষ্টিতে সমকালীন ব্রাহ্মসমাজ, মধ্যবিত্ত পরিবার জীবন, নারীশিক্ষা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও সমাজ-সংস্কৃতির আবহ লক্ষ করেছিলেন তা উঠে এসেছে ‘পূর্বস্মৃতি’-তে । এক পিতৃহীন নিঃসম্বল নিরাশ্রয় কিশোরীর বহু ব্যক্তির সংস্পর্শে জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার রূপালি পর্দার প্রথম দিকের প্রধান অভিনেত্রী হয়ে ওঠার ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে কানন দেবীর ‘সবারে আমি নমি’-তে । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাগিনেয়ী সাহানা দেবী ছিলেন আজীবন সুরসাধিকা ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা । নিজের জীবনেত প্রতিক্ষণে যে উদারতা ও ত্যাগের মহৎ আদর্শ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা-ই ধরা পড়েছে ‘স্মৃতির খেয়া’-য় । মণিকুন্তলা সেন ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রথম সারির কমিউনিস্ট নেত্রী ও নারী আন্দোলনের পুরোধা । তাঁর লেখায় উঠে এসেছে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের উত্তাল দিনগুলোতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সর্বস্তরের জনগণের গণআন্দোলন ও নারী আন্দোলনের নিজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা ।

ষষ্ঠ অধ্যায় – আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশ শতকের শেষ দশক ও তসলিমা নাসরিনের ‘আমার মেয়েবেলা’

বিশ শতকের গোড়ায় পাশ্চাত্যে যে নারীবাদী আন্দোলনের সূচনা হয় তা পরবর্তীকালে বিরাট শক্তিশালী রূপ নিয়ে মানুষের সামনে প্রকাশিত ও এই শতকের শেষদিকে এসে বহুবিস্তৃত আত্মসচেতন একটি স্বতন্ত্র জীবনচর্চার পত্তন ঘটায় । সারা ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে নানা নারীবাদী আন্দোলন, লেখালেখি, সংগঠন স্থাপন (ইংরেজ ঔপন্যাসিক ভার্জিনিয়া উলফের ‘A Room of One’s Own’, ‘Three Guineas’ ফরাসি দার্শনিক বোভোয়ারের ‘The Second Sex’, আমেরিকান লেখিকা বেত্তে ফ্লাইডানের ‘The Feminine Mystique’ ও ‘National

Organzation of Women' স্থাপন, কেট মিলেটের লেখা 'Sexual Politics' ইত্যাদি) পূর্ববাংলার এক বাঙালি মুসলিম পরিবারের সন্তান তসলিমা নাসরিনকে প্রেরণা যুগিয়েছিল নিজের শৈশব ও কৈশোর জীবনকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করার । তাঁর লেখায় বারবার উঠে এসেছে পুরুষতন্ত্র ও তার ক্ষমতায়নের কথা । নিজের আধিপত্য বজায় রাখতেই পুরুষ মেয়েদের মেয়ে বানিয়ে রাখতে চায় ও পরিবারে রক্ষণাবেক্ষণের নাম করে শাসনের ছড়ি ঘোরায় । আবার অনেক সময় ক্ষমতা ও আধিপত্য বজায় রাখতে ধর্মের সাহায্য নেয় ।

প্রকল্পের অভিনিবেশ

বাংলা সাহিত্যে নারীর আত্মকথা উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে পৌঁছয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে । একটি শতাব্দীর যাত্রাপথে নারীর প্রতিবাদ কখনও মন্দ্র, কখনও মুখরিত । তার ক্লান্তি, তার আর্তনাদ জীবনীসাহিত্যের ধারায় বিভিন্ন ভাবে ও ভাষায় রূপ পরিগ্রহণ করছে । বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষপ্রান্তে এসে তসলিমা নাসরিনের 'আমার মেয়েবেলা'য় যে কণ্ঠ শোনা গেল সেই স্বর পুরুষের আধিপত্যের দিকে নানা প্রশ্ন তুলেছে । বাঙালি নারীর আত্মকথায় এমনসব প্রশ্ন আগে শোনা যায়নি । তসলিমার বিশ্লেষণ পাঠককে নতুন করে ভাবাল । একটি শতকের পরিক্রমণে বাংলা সাহিত্যে নারীর আত্মকথা যে রূপান্তর পরিগ্রহ করছে তার পর্যালোচনাই এই গবেষণার মূল লক্ষ ।

প্রস্তাবিত গ্রন্থপঞ্জি

ঘোষ, শোভা । ২০১৭। আজও তারা পিছু ডাকে । অরুণা প্রকাশন সংস্করণ । কলকাতা: অরুণা প্রকাশ

চন্দ, পুলক (সম্পা.) । ২০০৮ । নারীবিশ্ব । প্রথম প্রকাশ । কলকাতা: গাঙচিল ।

চৌধুরাণী, সরলাদেবী । ২০১৬ । জীবনের ঝরাপাতা । চতুর্থ দে'জ সংস্করণ । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং ।

দত্ত, বিজিতকুমার এবং অনেকে (সংকলিত) । ২০০০ । আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান । দ্বিতীয় সংশোধিত মুদ্রণ । কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ।

দাসী, রাসসুন্দরী । ২০১৭ । আমার জীবন । তৃতীয় মুদ্রণ । নয়াদিল্লী: ন্যাশানাল ট্রাস্ট ।

দেবী, কানন । ২০১২ । সবারে আমি নমি । পঞ্চম সংস্করণ । কলকাতা: এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ।

দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী । ২০১৭ । পুরাতনী । চতুর্থ মুদ্রণ । কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ।

দেবী, শান্তা । ২০১৪ । পূর্বস্মৃতি । দ্বিতীয় (পরিবর্ধিত) থীমা সংস্করণ । কলকাতা: থীমা ।

দেবী, সাহানা । ২০১১ । স্মৃতির খেয়া । পঞ্চম সংস্করণ । কলকাতা: প্রাইমা পাবলিকেসনস্ ।

নাসরিন, তসলিমা । ২০১৬ । আমার মেয়েবেলা । পঞ্চম সংস্করণ । কলকাতা: পিপিলস্ বুক সোসাইটি ।

রায়, ভারতী । ২০০2 । নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ) । প্রথম সংস্করণ । কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ড সুনীতা । ২০০5 । আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গনারী । পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ । কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ । ১৯৯৯ । উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৮৫০-১৯০০) । প্রথম প্রকাশ । কলকাতা: পুস্তক বিপণি ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ । ২০০৪ । বঙ্গীয় শব্দকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড) । ষষ্ঠ মুদ্রণ । কলকাতা: সাহিত্য অকাডেমি ।

বিশ্বাস, অহনা; ঘোষ, প্রসূন (সম্পা.) । ২০১৬ । অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দি (দ্বিতীয় খণ্ড) । দ্বিতীয় মুদ্রণ । কলকাতা: গাঙচিল ।

বিশ্বাস, অহনা; ঘোষ, প্রসূন (সম্পা.) । ২০১৬ । অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দি (চতুর্থ খণ্ড) । প্রথম প্রকাশ । কলকাতা: গাঙচিল ।

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সংকলিত) । সংসদ বাংলা অভিধান । একবিংশতিতম মুদ্রণ । কলকাতা: সাহিত্য সংসদ ।

মুরশিদ, গোলাম । ২০০১ । নারী প্রগতি আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী । প্রথম ভারতীয় সংস্করণ । কলকাতা: নয়া উদ্যোগ ।

সেন, মণিকুন্তলা । ২০১০ । মণিকুন্তলা সেন জনজাগরণে নারীজাগরণে । প্রথম প্রকাশ । কলকাতা: থীমা ।

Brittain, Vera . 1933 . Testament of Youth . 1st Edition . U.k.: Victor Gollancz .

Coleridge, Sara . 1985 . Memoir . 1st Edition . London: H.S. King .

Hurston, Zora Neale . 1942 . Dust Tracks on a Road . 1st Edition, U.K. : J.B. Lippincott .

Oliphant, Margaret. 2001 . The Autobiography of Margaret Oliphant . Broadview . 1st Edition . Canada : Broadview Press .

McCarthy, Marry . 1972 . Memories o a Catholic Girlhood . 1st Edition . New York. : Mariner Books .

McCarthy, Mary . 1987 . How I Grew . 1st Edition . New York . Mysteriouspress.com/one Road .

Ward Augusta, Mary . 2008. A Writer’s Recollections . illustrated Edition. England : Dodo Press .

Woolf, Virginia . 1972 . Moments of Being . 1st Edition .New York : Harcourt .